মনুসংহিতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

(সৃষ্টিপ্রকরণম্)

ভূমিকা, প্রতিপাদ্য বিষয়ের বিশ্লেষণ, মূল, অন্বয়, কুল্লুকভট্টের মন্বর্থমুক্তাবলী টীকা, বাংলায় অনুবাদ, টীকানুবাদ, মুক্তাবলী ব্যাখ্যা, ব্যাকরণগত বিষয়, বিষয়মুখী প্রশ্ন ও সংস্কৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত।

—ঃ সম্পাদক ঃ—

শ্রী সুনীল কুমার জানা

বি. এ. প্রথম বিভাগ (১ম), এম. এ. প্রথম বিভাগ।
শিক্ষক—ফতুল্লাপুর শশিমণি হাইস্কুল (মুর্শিদাবাদ)। ভূতপূর্ব আংশিক সময়ের অধ্যাপক—বীরেশ্বরপুর জি. এম. এস. এম. মহাবিদ্যাল। ভূতপূর্ব অতিথি অধ্যাপক বিরাটী মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ। বুদ্ধচরিতম্ (৩য়), বৈয়াকরণসিদ্ধান্ত কৌমুদীর সন্ধিপ্রকরণ, মনুসংহিতা (১ম), 'অনুবাদচন্দ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থের সম্পাদক।

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬

আমুখ

ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসে সর্বপ্রাচীন ও সর্বাদিসম্মত গ্রন্থ হল মনুসংহিতা। মনু অথবা ভৃগু যেহই প্রণয়নকারী হোন না কেন, এই শাস্ত্রের বক্তব্য হল ভেষজতার কাছে ভেষজের ন্যায়। শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয়; দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, চীন, ফিলিপাইন, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ মনুসংহিতার প্রভাবে গভীরভাবে প্রভাবিত। সুতরাং মনুসংহিতাকে 'বিশ্বগ্রন্থ' বলা যায়। গ্রন্থটিতে দ্বাদশ অধ্যায় আছে। বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় পঠনপাঠন হচ্ছে। কল্যানীবিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর মধ্যে মনুসংহিতার ১ম এবং ৭ম অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই গ্রন্থের সামগ্রিক রূপটি অথবা অন্যান্য অধ্যায়গুলি যেভাবে সযত্নে অনুদিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে ; জগতচরাচর সৃষ্টিসম্বলিত ১ম অধ্যায়টিকে স্বতন্ত্র ভাবে সেরূপ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করা হয়নি। অথচ এই অধ্যায়ে মনুসম্মত যে সৃষ্টিতত্ত্ব রয়ছে তা কত দার্শনিক অনুধ্যানে পরিপ্লুত! ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উৎকৃষ্ট দলিল এটি। তাই পরিস্থিতি ও গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে ব্যক্তিগত উদ্যোগেই আমি মনুসংহিতার ১ম অধ্যায়টিকে অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। ১ম অধ্যায়ে মনূক্ত বা অনুক্ত বা দূরূক্ত বিষয় আমার ভূমীকাংশে স্থান পেয়েছে। কুল্লুকভট্টবিরচিত মন্বর্থমুক্তাবলী টীকা ও তার অনুবাদ এই গ্রন্থে রয়েছে। স্থানবিশেষে মেধাতিথির বক্তব্যও প্রতিপাদিত হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকগুলির বক্তব্যকে আমি স্বরচিত 'মুক্তাবলী' নামক টীকায় আলোকপাত করেছি। ব্যাকরণগত আলোচনাও বাদ পড়েনি। কয়েকটি বিষয়মূলক খুঁটিনাটি প্রশ্ন ও তার উত্তর এবংকয়েকটি শ্লোকের সংস্কৃত ব্যাখ্যাও গ্রন্থান্তে প্রতিপাদিত হয়েছে। প্রকাশককে ধন্যবাদ। ধর্মশাস্ত্রে নিষ্ণাত মানুষ আমি নই। সুতরাং বিনয়ের সঙ্গে আলোচনার দ্বার খোলা রাখলাম।

ইত্যলং পল্লবিতেন,
শ্রী সুনীল কুমার জানা।

বড়দিন
২৫/১২/২০০৭